রাজিবুল এবং রাজিবুল

আফিফ ফুয়াদ

রমজান মাস এলে প্রতি বছরই বেশ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রবিউল ইসলামকে। ছোটোবেলা থেকে সেভাবে কোনোরকম ধর্মাচরণ সে কোনোদিনই করেনি। ভিতরের কোনোরকম সাড়া সে এ ব্যাপারে পায়নি কোনোদিন। দুটো ইদে নামাজ পড়েছে। বড়োজোর দু-একটা শুক্রবার গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছে বাড়িতে কোনো কুটুম এলে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ধর্মের মানবিক দিকগুলো সে বরাবর গভীর আন্তরিকতায় পালন করে এসেছে। গরিবগুরবোদের ইদে শাড়ি-লুঙ্গি কিনে দিয়েছে। রোজার সময় গরিব রোজাদারদের চিনি-ছোলা কেনার টাকা দিয়েছে। ফকির-মিশকিনদের দানধ্যান করেছে। এ ব্যাপারে সে একশোভাগ পরহেজেগার। বাইরের দুনিয়ার মতো পরিবারের ব্যাপারেও রবিউল সমান মনোযোগী। প্রত্যেক ইদে সে আব্বা-মা, ভাই-বোন, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের জামাকাপড় দিতেই থাকে। এতেও বাড়ির লোক খুশি নয়। তারা চায় সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক পুরো রমজান মাস।

চলমান রিকশায় বসে এসব কথা ভাবছিল রবিউল। ভাবছিল নয় রিকশাওয়ালার চেহারাছবি দেখে রিকশার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাগুলো দোলা দিচ্ছিল তার মনে। কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির নিশ্চিন্দিপুরে তাকে যেতে হয় মাঝেমধ্যে। মেট্রো থেকে নেমে অটোরিকশা চেপে বটতলার মোড় থেকে রিকশা চড়ে তাকে নিশ্চিন্দিপুরের বিধানবাড়ি যেতে হয় ডিটিপি-র কাজে। কলেজ স্ট্রিটে তার একটা প্রকাশনা আছে। সেই প্রকাশনার কাজে লেখার পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিধানবাড়িতে অনিন্দ্যসুন্দর মিত্রের ডিটিপি সেন্টারে যেতে হয় তাকে। তারপর কম্পোজ হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রুফ নিয়ে আসতে হয় এবং প্রুফ দেওয়া-নেওয়া করতে হয় তাকে কয়েকবার। এভাবে যাওয়া-আসা চলে সারা বছর। আর এই যাওয়া-আসার পথে রিকশায় চড়ে প্রতিবারই সে মিনিট দশেকের যাত্রাপথে নিত্যনতুন রিকশাওয়ালার পরিবারের নাড়িনক্ষত্র, বেঁচে থাকার ইতিবৃত্ত জেনে নেয়।

সেইসব রিকশাওয়ালাদের মধ্যে আজকের রিকশাওয়ালাটি চেহারাছবিতে একেবারে আলাদা। নতুন রিকশাওয়ালাটির রিকশা চলতে থাকে আর কথা বলতে থাকে রবিউল। প্রথমেই জানতে চায় রিকশাওয়ালার নাম।

'কী নাম ভাই তোমার?'

'রাজিবুল। রাজিবুল ইসলাম।'

রবিউল ইসলামের ছোটো ভাইয়ের নামও রাজিবুল ইসলাম। তাই রিকশাওয়ালার নাম শুনে সে কিছুটা অবাক হয়। তবে রিকশাওয়ালার নাম শুনে সে যত না অবাক হয় তাদের দুজনের বয়স ও চেহারার সাযুজ্যের কথা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় আরও বেশি। তাদের দুজনের বছর তিরিশ বয়স, দুজনেই ছিপছিপে কর্মচঞ্চল চেহারায় মুখভরা কালো গোঁফদাড়ি। দুজনের সাজপোশাকও একইরকম— গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি। তার ভাই অবশ্য পায়জামা পরে, রিকশাওয়ালার মতো লুঙ্গি পরে না সে।

মুসলমানি সাজপোশাক পরা মানুষজনের প্রতি ইদানীং অবশ্য রবিউলের এক রকম সম্ভ্রম তৈরি হয়েছে। আসানসোলের নুরানি মসজিদের ইমাম ইমদাদউল্লা রশিদি এই সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে। চারিদিকে বকধার্মিকদের দেখে দেখে সে যখন ক্লান্ত তখন ইমদাদউল্লাকে দেখে তার মধ্যে জেগে উঠেছে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস। ছেলের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ পড়াতে গিয়ে ইমদাদউল্লা কয়েক হাজার ক্ষিপ্ত মানুষের সামনে বলেছিলেন, 'আমার ছেলের আয়ু যতদিন ছিল, করুণাময় তার জন্য যত দিনের আয়ু দিয়েছিল সে তত দিনের আয়ু পেয়েছে। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যদি এক বিন্দু রক্ত ঝরে তাহলে আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাব চিরদিনের মতো।' ইমামের সে দিনের ভূমিকায় তৈরি হয়েছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নতুন সম্প্রীতির মুখ। রবিউল ভাবে, ইমাম ইমদাদউল্লা রশিদি উত্তর আধুনিক পৃথিবীর পয়গম্বর। করুণাময়ের প্রেরিত দূত।

রবিউল ইসলামের ভাই রাজিবুল ইসলাম অতিরিক্ত ধর্মাচারি। রোজা রাখে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। দানখয়রাত করে। মাঝেমধ্যে নিজের ব্যাবসার কাজ ফেলে রেখে ধর্মপ্রচার করতে তবলিগ জামাতে বেরিয়ে যায়। তিন দিন, সাত দিন, কখনো চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধর্মপ্রচারের কাজে সে সহযাত্রীদের সঙ্গে নানা গ্রামগঞ্জ, নানান শহরে ঘুরে বেড়ায়। এখন সে নিজের ভাগের জমি বেচে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে হজ করতে সৌদি আরাবিয়ায় যাওয়ার জেদ ধরেছে। এই নিয়ে তাদের সংসারে চরম অশান্তি চলছে।

রিকশাওয়ালা রাজিবুল নিশ্চয়ই একই রকম মানসিকতার হবে! মনে মনে ভাবে রবিউল। আর এসব ভাবতে ভাবতে রিকশাওয়ালা রাজিবুলকে চলমান রিকশায় বসে সে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। রাজিবুলও রিকশা চালাতে চালাতে উত্তর দিতে থাকে তার প্রশ্নের।

'তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'মা-আব্বা, ভাই-বোন। বড়োভাই আলাদা থাকে।'

'মা-আব্বা কাজকর্ম করতে পারেন?'

'আব্বা পারে না, মা পারে। আব্বা খেতের কাজ ছাড়া অন্য কাজ পারে না। এদিকে খেত প্রায় শেষ। দেখছেন তো চারিদিকে কেমন ফ্ল্যাট উঠছে। আমাদের জমিগুলো তো চলে গেল। মা কষ্ট করে দু-বেলা রান্না করে দেয় আমাদের।'

'তোমার ভাই-বোনেরা কী করে?'

'ভাই কলেজে পড়ে। বোন বি এ পাস করে কম্পিউটার শিখছে।'

'তুমি রোজা রাখ?'

'কী বললেন— রোজা? না! রাখতে পারি না। রোজা রাখলে রিকশা টানতে কষ্ট হয়। মাথা ঘোরে। ভোর থেকে সারাদিন রিকশা চালাই। আমাদের ধর্ম করার সময় কোথায়! আমার কাছে কর্মই ধর্ম।'

রিকশাচালক রাজিবুলের কথা শুনে চমকে যায় সওয়ারি রবিউল। তার ধর্মবোধ পাক খেতে খেতে একটা নতুন বিশ্বাসে স্থিত হয়। ততক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে যায় রিকশা। তবু রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে বিধানবাড়ির দিকে পা চালাতে ভুলে যায় রবিউল।